দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 MAY 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

177

গণশিক্ষা কর্মসূচী সংকটের মুখে

প্রাথমিক শিক্ষার হাল অত্যন্ত উদ্বেগজনক

।। শিশির শীল ।। দেশে প্রাথমিক শিক্ষার হাল অত্যন্ত উদ্বেগজনক। একই সাথে গণশিক্ষা কর্মসূচী সংকটের মুখে। এ পরিস্থিতি সরকারী মহলে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, নানা কারণে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। বর্তমানে শতকরা ৬০ ভাগ শিশু ভর্তি হয়ে ১ম বা ২য় শ্রেণী অতিক্রম করেই স্কুল থেকে বিদায় নিচ্ছে। অন্যদিকে মাত্র ২০ থেকে ২২ ভাগ পঞ্চম শ্রেণী অতিক্রম করছে। জেলা শিক্ষা অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগে নিয়মিত যে রিপোর্ট পাঠিয়ে থাকেন তা থেকে এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। সূত্র জানায়, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের কাজে দেশের ৬৪টি জেলায় মাত্র ২২ জন জেলা শিক্ষা অফিসার রয়েছেন। সাড়ে ৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাড়ে ৩ হাজারেরও বেশি শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। অনুমোদন, রেজিষ্ট্রেশন বন্ধ রাখার কারণে প্রায় ৩ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হবার পথে। কোন কোন বিদ্যালয়ে ২ জন এমনকি ১ জন শিক্ষকও রয়েছেন। স্কুলগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষার বইপত্র নির্ধারিত সময়ের ২/৩ মাস পরে পৌঁছে। জেলা ও থানাপর্যায়ে ২ শতাধিক শিক্ষা অফিসারের পদ খালি রয়েছে। যার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার হাল নিয়মিত তদারকি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না। এর ওপর রয়েছে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের করুণ দশা। চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, জায়গার সংকটে অনেক স্কুলে খোলা আকাশের নিচে ক্লাস নেয়া হচ্ছে। সরকারের পর্যায় থেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সমন্বয়ের মাধ্যমে আরো গতিশীল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর ফলে সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষার এ পরিস্থিতির কিছুটা উন্নয়ন ঘটতে শুরু করেছে।